৪২.১১.২ 'সাইলেন্ট ভ্যালি' আন্দোলন (The Silent Valley Movement)

'সাইলেন্ট ভ্যালি' কেরলের উত্তরাঞ্চলে পালঘাট জেলার অন্তর্ভুক্ত কুন্তিপুজা নদীর উপত্যকায় অবস্থিত সমগ্র অঞ্চলটি অরণ্য সংকুল। সাইলেন্ট ভ্যালির দু'দিকে দুটি শহর—একটি পালঘাট এবং অন্যটি কালিকোট। সাইলেন্ট ভ্যালির আর একদিকে অবস্থিত প্রতিবেশী রাজ্য তামিলনাড়ুর একটি শহর কোয়েম্বাটুর। আলোচ্য উপত্যকাটি (Valley) অনেকাংশে ত্রিভুজাকৃতির। এই উপত্যকাটিকে 'নীরব উপত্যকা' বলা হয়। এর কারণ হিসাবে অনেকে বলেন যে, সমগ্র অঞ্চলটি গভীর অরণ্য অধ্যুষিত, অথচ সাড়াশব্দহীন। নব্বই বর্গকিমি ব্যাপী সমগ্র অঞ্চলটি নিঝুম। এই অঞ্চলের উত্তর-দক্ষিণে কুন্তিপুজা নদী প্রবাহিত। এই নদীর উৎপত্তি প্রায় আড়াই হাজার মিটার উচ্চতায়। উত্তরাভিমুখে অগ্রবর্তী হতে হতে উচ্চতা হ্রাস পেয়েছে; প্রায় আধাআধি নেমে এসেছে। সমতল ভূমিতে নদীটি প্রায় পনের কিমি প্রবাহিত হয়েছে। তারপর নদীর জলরেখা অকস্মাৎ সরু হয়ে গেছে। তারপর প্রায় এক হাজার মিটার নিম্নবর্তী অঞ্চলে নদীটির জলধারা অবতীর্ণ হয়েছে। এই জলধারাটির মুখে বাঁধ নির্মাণের ব্যাপারে কেরল সরকারের পরিকল্পনাকে কেন্দ্র করেই পরিবেশগত প্রতিবাদী আন্দোলন সংগঠিত হয়।

পরাধীন ভারতে বিদেশী ব্রিটিশ সরকারই প্রথম নীরব উপত্যকার জলাধার তৈরী ও জলবিদ্যুৎ উৎপাদনের পরিকল্পনা করে। ১৯২৯ সালের এই পরিকল্পনা ব্রিটিশ সরকার বাস্তবায়িত করেনি। কেরল সরকার ১৯৬০ সালে জলবিদ্যুৎ ও জলসেচের জন্য একটি জলাধার নির্মাণের কর্মসূচী গ্রহণ করে। কিন্তু অর্থাভাবে রাজ্যসরকার এই কর্মসূচীকে কার্যকর করতে পারেনি। এই প্রকল্পটিকে ভারতের পরিকল্পনা কমিশন ১৯৭৩ সালে অনুমোদন করে। প্রকল্পটিকে বাস্তবে রূপায়িত করার ব্যাপারে প্রাথমিক পদক্ষেপ হিসাবে সংশ্লিষ্ট উপত্যকার গাছ কাটা শুরু হয়। গোড়ার দিকে তেমন কোন প্রতিবাদের ঘটনা ঘটেনি।

১৯৭৬ সালে বিষয়টির প্রতি কয়েক জন পরিবেশবিদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। 'পরিবেশ পরিকল্পনা ও সমন্বয় সম্পর্কিত জাতীয় কমিশন' (National Commission on Environment Planning and Co-ordination) এ বিষয়ে অনুসন্ধানের জন্য একটি টাস্ক ফোর্স (task-force) গঠন করে। আলোচ্য উপত্যকাটিতে জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে অনুসন্ধানের জন্য এই টাস্ক-ফোর্স গঠন করা হয়। ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ফাণ্ড, ইণ্ডিয়া (WWF, India)-র সহ-সভাপতির নেতৃত্বে এই টাস্ক-ফোর্সটি গঠিত হয়। এই অনুসন্ধানী দল তার প্রতিবেদনে জানিয়ে দেয় যে, এই উপত্যকায় জীব-বৈচিত্র্য সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা আছে। সমীক্ষার প্রতিবেদনে প্রকল্পটি গ্রহণ করতে নিষেধ করা হয়। তারফলে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের দায়িত্বপ্রাপ্ত কর্তৃপক্ষ বাধা পেল।

বিষয়টির প্রতি 'কেরল শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ' (KSSP)-র দৃষ্টি আকৃষ্ট হল ১৯৭৬ সালে। এই বেসরকারী পরিষদটি হল কেরলের বৃহত্তম জনবিজ্ঞান সংগঠন। এই সংগঠনটি কেরলের গ্রামাঞ্চলে পরিবেশ সচেতনতা ও বিজ্ঞানের প্রসার নিয়ে কাজ করে। সংগঠনটির সমীক্ষা সূত্রে জানা গেল যে প্রস্তাবিত জলাধার তৈরীর পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে তার প্রতিকূল প্রভাব-প্রতিক্রিয়া হবে বহুবিধ। নীরব উপত্যকার ক্রান্তীয় চিরহরিৎ অরণ্যভূমি চিরতরে ধ্বংস হয়ে যাবে। তা ছাড়া বিভিন্ন দুর্লভ বন্য জীবজন্তু চিরকালের জন্য পৃথিবী থেকে অবলুপ্ত হবে। এই সব প্রাণীর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল মালাবার কাঠবিড়াল, নীলগিরি বানর, নীলগিরি ছাগল প্রভৃতি। KSSP-র রাজ্য সম্মেলনে নীরব উপত্যকায় প্রস্তাবিত জলবিদ্যুৎ প্রকল্প নিষিদ্ধ করার প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে এই সংগঠনটি একটি প্রতিবাদী গণস্বাক্ষর অভিযান শুরু করে। তাছাড়া সংগঠনটি একটি প্রচার পুস্তিকাও প্রকাশ ও প্রচারের ব্যবস্থা করে।

KSSP-র প্রতিবাদী ভূমিকার ফলে পরিস্থিতি-পরিমণ্ডলের পরিবর্তন ঘটে। জুলজিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া (GSI), বোটানিক্যাল সার্ভে অব ইণ্ডিয়া (BSI), বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিভাগ সংশ্লিষ্ট অঞ্চলে সমীক্ষা চালায়। 'বম্বে ন্যাচরাল সোসাইটি'-র মত বেসরকারী সংস্থা (NGO)-ও এলাকায় অনুসন্ধান চালায়। অনুসন্ধান চালায় কেরলের ছাত্র-শিক্ষক-বিজ্ঞানীরা। এই সমস্ত অনুসন্ধানের ফলাফলের সঙ্গে KSSP-র প্রতিবেদনের সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। অনুসন্ধানমূলক বেশ কয়েকটি প্রতিবেদনে প্রস্তাবিত জলাধার ও জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের সম্ভাব্য প্রতিকূল ফলাফলগুলি তুলে ধরা হয়। বলা হয় যে, প্রকল্পটি রূপায়িত হলে বনভূমি ধ্বংস হবে; বিভিন্ন

Scanned with CamScanner